দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 8 JUN. 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করা হচ্ছে

এমপিরা সভাপতি হবেন রাজনৈতিক নেতাদের মনোনীত করা যাবে না

তালুকদার হারুন ঃ বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিক নেতাদের মনোনীত করা যাবে না। স্থানীয় সংসদ সদস্যরা পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে মনোনীত হবেন। তবে তারা চারের বেশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। এসব বিধান রেখে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালা-২০০৯ চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাবিত প্রবিধানমালার ওপর ইতোমধ্যেই আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক পৃঃ ১৫ কঃ ৪

এমপিরা সভাপতি হবেন রাজনৈতিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় তাদের ইতিবাচক মতামত (ভেটিং) প্রদান করেছে বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নব্বই দশকের শুরু থেকেই দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকে পড়ায় বহুমাত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষক নিয়োগ, চাকরিচ্যুতি, নির্মাণ কাজ, ছাত্রভর্তিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই সৃষ্টি হয় নানা সমস্যা ও দলাদলি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নিয়েই বেসরকারী ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি থেকে সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের বাদ দেয়। আর পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে মনোনয়ন দেয়া হয় জেলা ও উপজেলার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওই নীতিমালা পরিবর্তন করে নতুন প্রবিধানমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়।

জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে থাকবেন শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত দু'জন সাধারণ শিক্ষক। মহিলা শিক্ষকদের মধ্য থেকে থাকবেন তাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য। আরো থাকবেন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত ৪ জন সাধারণ সদস্য। মহিলা অভিভাবকদের মধ্য থেকে অভিভাবক ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক। দাতাদের মধ্য থেকে দাতাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য। পরিচালনা কমিটিতে থাকবেন গভর্নিং বডির প্রথম সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনে কো-অপ্ট করা বিদ্যোৎসাহী সদস্য। এই কমিটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সদস্য সচিব হিসেবে পরিচালনা কমিটিতে থাকবেন।

নূতন প্রবিধান অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করা কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি পরিচালনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ফৌজদারি অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত কোন ব্যক্তিও সদস্য হতে পারবে না। রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যের জন্য অযোগ্য হবেন।